অন্তর পরিশুদ্ধ রাখুন

নবিজির মতো ﷺ

[অন্তরের নিরাপত্তা বিষয়ক নির্বাচিত ৪০ হাদিস ও তার ব্যাখ্যা]

পথিক
প্রকাশন

অন্তর পরিশুদ্ধ রাখুন

নবিজির মতো ﷺ

[অন্তরের নিরাপত্তা বিষয়ক নির্বাচিত ৪০ হাদিস ও তার ব্যাখ্যা]

মূল

শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

অনুবাদ

সাদিক ফারহান

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা.....১৪
প্রাক্‌কথন ১৬

হাদিস নং : ০১ .....৩৩
তিন হাদিস ইসলামের মূল..... ৩৪
মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ মাংসপিণ্ড.....৪১
হাদিসের শিক্ষা ৪৭

হাদিস নং : ০২.....৪৮
হাসির প্রকার ও বিধান..... ৪৮
কলবেরও জীবন-মরণ হয়..... ৫০
অধিক হাসিতে কলবের মৃত্যু কেন হয়? ৫২
অধিক হাসির মন্দত্ব ৫৬

হাদিস নং : ০৩..... ৫৮
বান্দার কলবে গুনাহের প্রভাব ৫৯
ধারাবাহিক গুনাহের পরিণতি..... ৬০
গুনাহমুক্ত জীবন গড়ুন..... ৬৩
হাদিসের শিক্ষা ৬৪

হাদিস নং : ০৪.....৬৬
সিরাতে মুসতাকিমের উদাহরণ ৬৭
দরজার ওপরে পর্দা.....৭১
সিরাতের দরজায় দাঁড়ানো আহবায়ক.....৭২
তুমি দরজা খুলতে পারবে না ৭৬
আল্লাহর নিয়োজিত নসিহতকারী.....৭৯

হাদিস নং : ০৫.....৮২
অন্তরের সত্যিকার ধনাঢ্যতা.....৮৩
অন্তরের দারিদ্র্যই সত্যিকার দারিদ্র্য.....৮৮
হাদিসের শিক্ষা.....৯০

হাদিস নং : ০৬.....৯১
যার জগতজুড়ে পরকাল.....৯১
সে দুনিয়ার মুসাফির.....৯২
হাদিসের শিক্ষা.....৯৭

হাদিস নং : ০৭.....৯৮
রবের ইবাদতের জন্য ফারেগ হও.....৯৯
বান্দা যদি এমন হয়.....১০২

হাদিস নং : ০৮.....১০৫
অন্তরের হালতই মূল.....১০৫
তিনি তোমাদের চেহারা দেখেন না.....১০৬
আল্লাহ বান্দার অন্তর দেখেন.....১১৩
আমলই বিচারযোগ্য.....১১৩

হাদিস নং : ০৯.....১১৪
ইমান বাড়ে ও কমে.....১১৪
অন্তরের ইমান ধূলিমলিন হয়.....১১৮
হাদিসের অন্তর্নিহিত কিছু শিক্ষা.....১১৮

হাদিস নং : ১০.....১১৯
মুমিনের গাইরত, মুমিনের সম্পদ.....১২০
একটি প্রশ্ন ও তার সুরাহা.....১২৭

হাদিস নং : ১১.....১২৯
কাতার সোজা করো, নতুবা আলাদা হয়ে যাবে.....১৩০
হাদিসের শিক্ষা.....১৩৩

হাদিস নং : ১২.....১৩৮
আমরা আল্লাহর বান্দা.....১৩৯
আল্লাহর সিদ্ধান্তই সব ১৪১
কুরআন মুমিনের মনের বসন্ত ১৪৪
এই দোয়া উৎকণ্ঠা সারাবে.....১৪৬
কাদের জন্য এই হাদিস ১৫২

হাদিস নং : ১৩..... ১৫৩
গুরুতর পাঁচ ফিতনা.....১৫৩
জাহান্নামের ফিতনা.....১৫৬
কবরের ফিতনা ১৫৭
ধন ও দারিদ্র্যের ফিতনা.....১৫৮
মাসিহে দাজ্জালের ফিতনা ১৫৯
মাসিহে দাজ্জালের প্রকৃত রূপ কী? ১৬৩
মন ধুয়ে দিন বরফে ১৬৪
সাদা কাপড়ের মতো সাফ হোক মন ১৬৮
গুনাহের সাথে বাড়ুক দূরত্ব.....১৬৯
হাদিসের মূলকথা..... ১৭১

হাদিস নং : ১৪..... ১৭৩
পরিপূর্ণ ইমানের দাবি ১৭৬
মুমিন ভাইকে ভালোবাসুন.....১৮২
হাদিসের মৌলিক শিক্ষা.....১৮৪

হাদিস নং : ১৫..... ১৮৫
রাসুল সবার খবর নিতেন..... ১৮৬
আল্লাহর ভয় মানে কী?.....১৮৭
রহমতের আশা কাকে বলে? ১৮৭
হাদিসের শিক্ষা ১৯২

হাদিস নং : ১৬..... ১৯৩
দোয়া কবুলের একিন থাকা চাই.....১৯৩

গাফিলের দোয়া কবুল হয় না.....১৯৮
হাদিসের শিক্ষা ১৯৮

হাদিস নং : ১৭.....২০০
জিহাদ মানে কী.....২০১
ইমান ও কার্পণ্য বিপরীত জিনিস.....২০২
মুমিনের মনে এ দুটি জমা হতে পারে না..... ২০৫
মুসলিমদের মান-সম্ভ্রমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ২০৮
হাদিসের শিক্ষা ২১২

হাদিস নং : ১৮..... ২১৩
হাদিসের শিক্ষা ২২১

হাদিস নং : ১৯.....২২২
ইলমের প্রচার ও সুন্নাহ সংরক্ষণ..... ২২২
ইলমে অর্জন ও প্রচারের ফজিলত ২২৩
হতে পারে শিক্ষকের চেয়ে ছাত্র যোগ্য.....২২৬
তিন বিষয়ে খেয়ানতের সুযোগ নেই ২২৮
আমল হবে কেবল আল্লাহর জন্য ২২৯
নেতার কল্যাণকামনা : মুমিনের গুণ.....২৩২
দাওয়াত মুমিনকে রক্ষা করে..... ২৩৬
বান্দার হক দুই প্রকার.....২৩৭
অনর্থক কথা বলা ২৩৮
অতিরিক্ত সুওয়াল করা ২৪০
সম্পদ নষ্ট করা ২৪১
হাদিসের শিক্ষা ২৪৩

হাদিস নং : ২০.....২৪৪
যে কলব নত হয় না.....২৪৫
যে দোয়া কবুল হয় না..... ২৪৭
যে নফস তৃপ্ত হয় না ২৫০
অল্পতে তুষ্ট হওয়া একটি মহৎ গুণ..... ২৫০

বান্দার সম্মান ও মর্যাদা বেড়ে যায় ২৫২
যে ইলম উপকার করে না..... ২৫৩
ইলম অর্জনের ব্যাখ্যা কী?..... ২৫৪

হাদিস নং : ২১..... ২৫৭
গণহারে গীবত নয় ২৬১
গিবত কাকে বলে?..... ২৬২
গিবত সম্পর্কে সতর্ক থাকুন..... ২৬৪
গিবত থেকে বাঁচব কীভাবে..... ২৬৪
গিবত না করার প্রতিজ্ঞা করুন..... ২৬৫
হাদিসের শিক্ষা ২৬৯

হাদিস নং : ২২..... ২৭১
দীনের ওপর অবিচলতা দরকার কেন..... ২৭৪
অন্তরকে ইসলামের ওপর অবিচল রাখব কীভাবে? ২৭৬

হাদিস নং : ২৩..... ২৭৮
না দেওয়াও ভালোবাসার প্রমাণ হতে পারে ২৮২
তারা তো রবের সম্পদেই ধনী..... ২৮৩
হক-বাতিলের মাপকাঠি..... ২৮৭
হাদিসের শিক্ষা ২৯০

হাদিস নং : ২৪..... ২৯২
প্রার্থনা হোক রবের শেখানো তরিকায়..... ২৯৩
আল্লাহ বান্দার মন বদলান..... ২৯৬
অন্তর ফিরুক ইবাদতের দিকে..... ২৯৭
যেভাবে ইবাদতে স্বাদ অনুভব করা যায়..... ২৯৮

হাদিস নং : ২৫..... ৩০০
কলব কেন কলব ৩০০
কলবের ধরণ তিনটি ৩০১
শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ৩০২

মানব মন পরিবর্তনশীল..... ৩০৫
হাদিসের শিক্ষা ৩১৩

হাদিস নং : ২৬..... ৩১৫
ইখলাসের আভিধানিক অর্থ ৩১৫
ইখলাসের পারিভাষিক অর্থ.....৩১৭
সালাফে সালেহিনদের নিকট ইখলাসের গুরুত্ব ৩১৮
ইখলাসের ফলাফল.....৩২১
শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নফসকে হিফাজত করা..... ৩২৬
ওয়াসওয়াসা বন্ধ হওয়া ও রিয়া থেকে দূর হওয়া ৩২৭
ফিতনা থেকে নাজাত লাভ ৩২৭
দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর হওয়া এবং রিজিক বৃদ্ধি পাওয়া ৩২৭
বিপদ-আপদ দূর হওয়া ৩২৮
রিয়ার আশঙ্কায় আমল ছেড়ে দেওয়ার বিধান ৩৩০
রিয়া করা ও আমলে কাউকে শরিক করার মধ্যে পার্থক্য ৩৩১
রিয়া থেকে দূরে থাকার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া..... ৩৩২
কিছু বিষয় আছে মানুষ রিয়া মনে করে, কিন্তু বাস্তবে তা রিয়া নয়.....৩৩৩

হাদিস নং : ২৭.....৩৩৪
পুণ্য কাকে বলে ৩৩৬
যত যা হোক, নেক আমলে থাকতে হবে ৩৪৩
আল্লাহকে মানলে কোনো ভয় নেই..... ৩৪৬
হাদিসের শিক্ষা ৩৫০

হাদিস নং : ২৮..... ৩৫১
কলব যেন বদলে না যায়..... ৩৫২
ইস্তিগফার হোক নিত্যকার সঙ্গী ৩৫৭
হাদিসের শিক্ষা ৩৫৮

হাদিস নং : ২৯.....৩৫৯
কঠোর মনকে নরম করুন..... ৩৬১
ইয়াতিমের প্রেমে দূর হবে বিপদ ৩৬৩
হাদিসের শিক্ষা ৩৬৬

হাদিস নং : ৩০..... ৩৬৮
ক্ষমতা থাকলেই দেখাবেন না ৩৬৯
দানশীল হোন..... ৩৭০
ন্যায়পরায়ণ শাসকের মর্যাদা ৩৭১
ইবাদতনিষ্ঠ যুবকের মর্যাদা ৩৭২
মসজিদমুখী মুমিনের মর্যাদা ৩৭৩
যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে একে অন্যকে ভালোবাসে ৩৭৩
চরিত্ররক্ষায় বদ্ধপরিকর ব্যক্তির মর্যাদা.....৩৭৪
গোপনে দান-খয়রাত করার ফজিলত.....৩৭৪
নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে কাঁদা..... ৩৭৬
আরও যারা আল্লাহর রহমত ও আরশের ছায়াতলে স্থান পাবে ৩৭৭
হাদিস থেকে শিখি..... ৩৭৮

হাদিস নং : ৩১..... ৩৭৯
ইমান ঠিক হওয়া মানে কী ৩৭৯
আমাদের কথা হয় চার ধরনের ৩৮৫
জবানের হেফাজতের গুরুত্ব ৩৮৬
নবিজি বাচালকে অপছন্দ করেন ৩৮৮
চুপ থাকতে উৎসাহিত করা..... ৩৮৯
জবানের হেফাজতে বেহেশতের জামানত ৩৯০
নবিজির জবানের হিফাজত..... ৩৯০
অসচেতনতায় জবানের অপব্যবহার ৩৯০
জবানের অপব্যবহারের পরিণাম ৩৯২
জবানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা..... ৩৯৩

হাদিস নং : ৩২..... ৩৯৫
আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া মানবজীবন অচল ৩৯৬
আল্লাহ তায়ালাও কৌশল করেন..... ৩৯৯
শুকরিয়ার মূল খুঁটি সংখ্যা পাঁচ ৪০৪
রাসুলের শেখানো দোয়া ৪০৭
হাদিসের শিক্ষা ৪০৮

হাদিস নং : ৩৩..... ৪০৯
অন্তরে ইমান থাকলে জাহান্নামে যাবে না? ৪০৯
অহংকার কী? ৪১১
দুটি বিষয় লক্ষণীয়.....৪১৩
সারকথা.....৪২৩

হাদিস নং : ৩৪.....৪২৭
রাসুল কেন ইস্তিগফার করতেন ৪২৭
তওবা ও ইস্তিগফার নবিদের সুন্নত ৪২৯
নবিগণের তওবা ও ইস্তিগফার ৪২৯
নবিগণ তাদের উম্মতকে তওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষা দিয়েছেন.....৪৩১
তওবা ও ইস্তিগফার মুমিনকে আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও দয়া লাভে সাহায্য করে.....৪৩২
তওবা ও ইস্তিগফারকারীদের প্রতি আল্লাহ শাস্তি প্রেরণ করেন না.....৪৩২
তওবা ও ইস্তিগফার মুমিনের পার্থিব নিআমত, শক্তি-সামর্থ্য ও যাবতীয় সমৃদ্ধি লাভে সাহায্য করে..... ৪৩৩
ঘুম থেকে উঠে ইস্তিগফার ৪৩৬
বৈঠক শেষে ইস্তিগফার ৪৩৭
বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় ইস্তিগফার.....৪৩৭
মৃত্যুশয্যায় ইস্তিগফার ৪৩৮

হাদিস নং : ৩৫..... ৪৩৯
কারো সম্পদ গ্রাস করা ৪৪০
কলবে শাকির হাসিল করুন ৪৪১
যে জবান আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত..... ৪৪২
যে স্ত্রী পরকালের আমলে সহযোগিতা করে ৪৪৫
দাম্পত্য-জীবনে পরস্পরের কল্যাণ-ভাবনা ৪৪৭
হাদিসের শিক্ষা ৪৫০

হাদিস নং : ৩৬..... ৪৫১
আল্লাহর আশ্রয়ের অর্থ কী ৪৫১
শ্রবণশক্তির অনিষ্ট..... ৪৫৩

চোখের খারাবি ৪৫৭
জবানের ক্ষতি ৪৬০
অন্তরের দোষ ৪৬২
লজ্জাস্থানের ত্রুটি ৪৬৩

হাদিস নং : ৩৭ ..... ৪৬৬
অন্তর আল্লাহর দেওয়া পাত্র ৪৬৭
সারকথা ৪৭০
হাদিসের শিক্ষা ৪৭২

হাদিস নং : ৩৮ ..... ৪৭৩
বান্দার হৃদয় যেন আলোকিত চাঁদ ৪৭৩
মুমিন ও কাফিরের আমলের তুলনা ৪৭৫
নেক কাজ হলো নুর ৪৭৭

হাদিস নং : ৩৯ ..... ৪৮০
শাহাদাত না পেয়েও শহিদ ৪৮১
শাহাদাত কি কামনা করা যাবে? ৪৮২
হাদিসের শিক্ষা ৪৮৫

হাদিস নং : ৪০ ..... ৪৮৬
অনৈক্যের কুফল ৪৮৬
কেন এমন বিভীষিকা নেমে আসবে মুসলিমজাতির ওপর? ৪৮৯
মুমিন কখনো মৃত্যুকে ভয় পায় না ৪৯০
হাদিসের শিক্ষা ৪৯২

নির্বাচিত চল্লিশ হাদিসের সারকথা ৪৯৪

অনুবাদকের কথা

মহান রাব্বুল আলামিনের প্রতি অসংখ্য শোকর, তিনি আমাদের মানুষ করেছেন। দিয়েছেন পরিবর্তশীল কলব। যা বান্দার চিন্তা ও চেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করে। কখনো সৎকাজের নির্দেশক হয়, কখনো অন্যায় ও অপরাধের উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়। মানুষের কলব বা অন্তর ভালো-মন্দের পাত্র, কুফুর ও ইমানের মূল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সর্দার, ন্যায়-অন্যায় নির্দেশনার জন্য দায়ী এবং বিবেকের মূলযন্ত্র। অন্তর সুস্থ থাকলে দেহ-শরীর ঠিক থাকে, অন্তর নষ্ট হয়ে গেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার্যক্ষমতা হারায়।

দুনিয়ায় নানা ধরনের ফিতনা, পরীক্ষা ও বিপদাপদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ বান্দার অন্তরকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে অন্তরের ইরাদা তথা গোপন নিয়ত, যে সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অবহিত নয়, সে ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে সত্যবাদী হয়; আল্লাহ তাকে অটল রাখেন এবং ইহ-পরকালীন জীবনে সৌভাগ্যবান করেন। অন্তর আল্লাহর শতভাগ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। তিনি যেভাবে চান সেভাবে তা পরিবর্তন করেন।

কখনো মন সত্যের পক্ষে যেমন যায়, কখনো বিপক্ষে মোড় নেয়। কখনো এর গতি বান্দাকে জান্নাতের দিকে তাড়িত করে, কখনো তাকে জাহান্নামের অতলে তলিয়ে দেয়। এজন্য অন্তরের যথাযথ তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ, পরিমার্জন ও পরিশুদ্ধকরণ প্রয়োজন। ইসলাম বলে, যে তার গোপন বিষয় সংশোধন করে, আল্লাহ তার প্রকাশ্য বিষয় সংশোধন করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তার অভ্যন্তরীণ বিষয় সংশোধন করে, আল্লাহ তার বাহ্যিক বিষয় সংশোধন করে দেবেন।

যেসব বিষয় ও কাজ অন্তরকে মেরে ফেলে, সব ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখে এবং প্রত্যাশিত সব বস্তুকে বাঁধাগ্রস্ত করে, তা হলো অন্তরের কঠোরতা ও সে ব্যাপারে বান্দার উদাসীনতা। এর ফলে অন্তরে মরিচা ধরে, অন্তর কল্যাণ ও ইমান থেকে বিরত থাকে। ফলে তা পাপাচার ও অবাধ্যতার দিকে ধাবিত হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.

‘আর তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসুল রয়েছেন। তিনি যদি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিতেন, তাহলে তোমরা অবশ্যই কষ্টে পতিত হতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ইমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন। আর

তোমাদের কাছে কুফুরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। তারাই তো সত্যপথ প্রাপ্ত।'[১]

মানুষের অন্তর রোগাক্রান্ত হয়, মারা যায়, কঠিন ও শক্ত হয়। ফলে তা পাথরের ন্যায় কিংবা তার চেয়েও অধিক রুক্ষ হতে পারে। মানুষের হৃদয় শুষ্ক ও কঠিন হয়ে গেলে তাকে প্রভাবিত করা ও উপদেশ দেওয়ার সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তা কোনো চিকিৎসা গ্রহণ করে না, হেদায়েত কবুল করে না, উপদেশ মানে না, সত্যের কাছে নত হয় না। কুরআন মাজিদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

'তবে কি আপনি লক্ষ করেছেন তাকে, যে তার খেয়াল-খুশিকে নিজ ইলাহ (উপাস্য) বানিয়ে নিয়েছে? আর তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তিনি তার কান ও হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তিনি তার চোখের ওপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পরে কে তাকে হেদায়েত দেবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?'[২]

সুতরাং সত্যিকারের বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি, যে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ ও আত্মসমালোচনার পাশাপাশি মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর নির্বোধ ওই ব্যক্তি, যে তার আত্মাকে প্রবৃত্তির অনুসারী বানায় এবং আল্লাহর কাছে নানাবিধ অর্থহীন আশা পোষণ করে। অতএব, চূড়ান্ত হিসাবের (কিয়ামতের) মুখোমুখি হওয়ার আগেই আত্মসমালোচনা করুন। আমল পরিমাপের পূর্বেই নিজেরা তা পরিমাপ করুন। কেননা আজ আত্মসমালোচনা অনেক সহজ আগামীকাল হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে। আল্লাহর কাছে মহা-উপস্থাপন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন, যেদিন আপনাদের উপস্থাপন করা হবে এবং কোনো বিষয়ই গোপন থাকবে না।

হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরকে ইবাদতমুখী করে দিন। আমাদের অন্তরকে আমৃত্যু হকের ওপর অটল রাখুন। হেদায়েত দেওয়ার পর অন্তরকে আর বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অবারিত রহমত দান করুন।

সাদিক ফারহান
শুক্রবার, দুপুর ১২ : ২৩ মিনিট
২৪ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

[১] সুরা হুজুরাত, আয়াত: ৭।
[২] সুরা জাসিয়াহ, আয়াত: ২৩।

প্রাক্‌কথন

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। আমি তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর সাহায্য, ক্ষমা এবং হিদায়াত কামনা করছি। তাঁর কাছে আশ্রয় চাইছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আমাদের মন্দ আমলের আগ্রাসন থেকে। বস্তুত তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না; আর তিনি যাকে বিপথে রাখেন, তাকে পথে আনার কেউ নেই। সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

বিষয়ভিত্তিক 'চল্লিশ হাদিস' মুখস্থ রাখা উম্মতের প্রতিজন সদস্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে একাধিক সনদে বর্ণিত এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উৎসাহ জুগিয়েছেন।[৩] তবে এ হাদিসের সবগুলো সনদই সমালোচনাযোগ্য। মুহাদ্দিস উলামাগণ সর্বসম্মতভাবে একে জয়িফ (দুর্বল) বলেছেন। একাধিক সনদে বর্ণিত হলেও তারা একে 'অপ্রমাণিত' এবং 'অসাব্যস্ত' হাদিস বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একাধিক সনদে বর্ণিত হলেও হাফিজে হাদিস আলিমগণ এর দুর্বলতার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।'[৪]

উম্মতের বহু আলিম 'আরবাইন' তথা চল্লিশ হাদিস সংকলনের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। সহিহ সনদে বর্ণিত রাসুলের হাদিসসমূহ থেকে তারা উম্মতের কল্যাণ চিন্তা করে এসব হাদিস বাছাই করেছেন। এদের অনেকে উপরিউক্ত হাদিস থেকে উৎসাহিত হয়ে এ কাজ করেছেন, অনেকে মুসলিমজাতির কাছে হাদিস পৌঁছানো এবং তাদেরকে সেসবের ব্যাখ্যা জানানোর চিন্তা থেকে এগিয়েছেন, অনেকে পূর্ববর্তী 'আরবাইন' সংকলনকারী আলিমদের নিছক অনুসরণের চেতনা থেকেই এ কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাদের কারও সংকলন ছিল 'উসুলুদ-দীন' তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়াদিকে সামনে রেখে, কেউ-বা শাখাগত কোনো বিশেষ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে হাদিসগুলো নির্বাচন করেছেন। কেউ জিহাদ বিষয়ে কাজ করেছেন, কেউ যুহদ

---

[৩] বিভিন্ন শব্দভেদে বর্ণিত হাদিসটির সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রূপ হলো—

مَن حِفظ على أُمّتي أربعين حديثًا من السُّنّة بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شَفيعًا وشهيدًا.

'যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কল্যাণে চল্লিশ হাদিস মুখস্থের ব্যাপারে গুরুত্ব দেবে, আল্লাহ তাআলা তাকে দীনের প্রাজ্ঞতা দান করবেন এবং কিয়ামত দিবসে আমি তার পক্ষে সাক্ষী ও সুপারিশকারী হব।' [বাইহাকি, শুআবুল ইমান: ১৫৯৭]

[৪] আল-আরবাউন আন-নাবাবিয়্যাহ, ৩৮ পৃ.।

তথা দুনিয়াবিমুখতায়; কেউ আদব-শিষ্টাচার, বক্তৃতা-বাগ্মিতা বা এ-জাতীয় অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখে চল্লিশ হাদিস সংকলন করেছেন।

চল্লিশ হাদিস-প্রসঙ্গে উম্মতের সর্বমহলে সবচেয়ে পরিচিত এবং সমাদৃত কাজ করেছেন ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ নববি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি তাঁর *আরবাইন* গ্রন্থে সেসব প্রসিদ্ধ ও মৌলিক হাদিস একত্র করেছেন, যেগুলোকে ইসলামের কেন্দ্রীয় বয়ান বা দীনের সারবস্তু গণ্য করা যায়।

পূর্বসূরি মহান ইমামদের অনুসরণেই 'অন্তর ও ভেতরজগৎ' বিষয়ে এ বইটি রচিত হয়েছে। অন্তর ও আধ্যাত্মিকতার মর্যাদা, দেহের বাকি অঙ্গের ওপর এর প্রাধান্য, ফজিলত, গুরুত্ব, কল্যাণ, পবিত্রতা ও দোষমুক্তি এবং বিপদ ও রোগবালাই থেকে আরোগ্য বিষয়ে এখানে নির্বাচিত কিছু হাদিসের ব্যাখ্যা আনা হয়েছে।

আরবাইন তথা চল্লিশ হাদিস রচনার ফজিলতকে সামনে রেখেই এ বইয়ের অবতারণা নয়; বরং ইলম সংরক্ষণ ও প্রচারের তাড়না, রাসুলের হাদিসসমূহ একত্রকরণ এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা-বয়ান, অপ্রচলিত শব্দসমূহের মর্মোদ্ঘাটন, আদাব ও বিধান বর্ণনার পাশাপাশি সেসবের উপকার ও অন্তর্নিহিত হিকমত-রহস্য নিরূপণও এখানে সমানভাবে উৎসাহ জুগিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করে বলেছেন,

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

> 'আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে আনন্দোজ্জ্বল করুন, যে আমার নিকট থেকে কিছু হাদিস শুনেছে। অন্তর যেভাবে যা শুনেছে, যথাযথভাবে উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। কেননা এমনটা খুবই বাস্তব ব্যাপার যে, সরাসরি শ্রবণকারী ব্যক্তির চেয়ে পরবর্তীকালে জানতে পারা মানুষটি হাদিসের অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকবে।'[৫]

মানবদেহের সবগুলো অঙ্গের তুলনায় নিশ্চয়ই অন্তর বা হৃদয়ই প্রধান ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। যখন কারও হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়, শুদ্ধ হয় তার সমগ্র দেহ। আবার যখন সেটা নষ্ট হয়, বিগড়ে যায় দেহের বাকি অঙ্গও। সুতরাং কোনোরূপ সন্দেহ না রেখেই বলা যায়, বান্দার দেহের কর্মচাঞ্চল্য অন্যায় থেকে রক্ষা পাবে এবং সে নিষিদ্ধ ও সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে মুক্ত থাকবে কতটা—সেটা নির্ভর করে তার হৃদয়শুদ্ধির পরিমিতির ওপর। যদি তার হৃদয়ের শুদ্ধি শতভাগ হয়, তবে তার দেহের বাকিটাও সব রকম গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।

[৫] সুনানুত তিরমিজি: ২৬৫৭।

কারও অন্তর শুদ্ধ ও সালিম (নিরাপদ) হলে সেখানে আল্লাহর মহব্বত জায়গা করে নেয়। এমন বান্দা আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে অবিচল থাকতে পারে। তার অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগরূক হয় এবং সে আল্লাহর অপছন্দনীয় কিছু করতে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। এভাবে বান্দার দেহের সবগুলো অঙ্গ কল্যাণময় হয়ে ওঠে। এমন মানুষ কখনো হারামে লিপ্ত হতে পারে না। এমনকি হারামে জড়িয়ে পড়ার ভয় থেকে সে সন্দেহপূর্ণ বিষয়াদি থেকেও যোজন দূরে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করে।

কিন্তু বান্দার অন্তর যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে প্রবৃত্তির অনুসরণ তাকে কাবু করে ফেলে। আল্লাহ নারাজ হলে হোক, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে মনচাহি জীবনের দিকে ছোটে। এভাবে হৃদয়ের অশুদ্ধি তার বাকি দেহেও ছড়িয়ে পড়ে। বিভ্রান্ত মনোবাঞ্ছার অনুগামিতায় সে ক্রমশই গুনাহের দিকে ধাবিত হয়; অন্যায় ও অমূলক সন্দেহপূর্ণ কাজেকর্মে আপাদমস্তক জড়িয়ে যায়।

এজন্যই পুণ্যবানদের সমাজে প্রচলিত একটি বক্তব্য হলো—অন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্রাট, বাকি অঙ্গ তার কমান্ডে পরিচালিত সৈন্যসদৃশ। এরা সেনাপতির প্রতি অনুরাগী এবং সর্বাংশে অনুগত। তার আদেশপালনে সিদ্ধ ও নিয়মিত। কিছুতেই এই সেনারা সম্রাটের বিপরীত করে না। সুতরাং সম্রাট যদি সুস্থ ও নেক হয়, তাহলে তার সৈন্যরাও পুণ্যের দিকে এগোবে। আর যদি সম্রাট অন্যায় মানসিকতা লালন করে, তাহলে সেনারাও সমানুপাতে দুষ্ট ও বিভ্রান্ত হবে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলার দরবারে যেদিন উপস্থিত হব, সুস্থ অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি ছাড়া সেখানে কোনো উপকার লাভ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

> ‘যে-দিন কোনো অর্থ-সম্পদ কাজে আসবে না এবং সন্তানসন্ততিও না। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ মন নিয়ে (সে মুক্তি পাবে)।’[৬]

কলবে সালিম, সুস্থ মন বা বিশুদ্ধ অন্তর সেটাই—যা অন্যায় ও আপদ থেকে নিরাপদ হয়; যে হৃদয়ে আল্লাহর মুহাব্বত, রবের পছন্দনীয় কর্মের স্পৃহা, আল্লাহর ভয় এবং তাঁর নিষিদ্ধ করে দেওয়া কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকার বাসনা বিদ্যমান থাকে।[৭]

---

[৬] সুরা আশ-শুআরা: ৮৮–৮৯।

[৭] জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১/২১১।

বুকের পাটাতন ভেদ করে যদি একটু ভেতরে মনোনিবেশ করেন দেখবেন, সেখানে একজন বাদশাহ বসে আছেন। সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে যে বিধিনিষেধ জারি করে, কাউকে পদায়ন করে এবং কাউকে পদচ্যুত করে। তাকে ঘিরে আছে আমির, উজির, সেনা ও সেনাপতি। যারা সর্বদা তার খিদমতে নিয়োজিত। যদি সে বাদশাহ সরল পথে অবিচল থাকে, তাহলে এরাও সুস্থ ও সরল থাকে। আর যদি বাদশাহ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে এই সৈন্যসামন্ত ও অনুগত অনুরাগীরাও সঠিক পথ হারিয়ে ফেলে। আদেশদাতা সম্রাট সুস্থ থাকলে এরাও সুস্থ হয়, সম্রাট নষ্ট হয়ে গেলে এরাও নষ্টদের দলে নাম লেখায়। এই সদরস্থ হৃদয়কে কেন্দ্র মেনেই জগতের সব কল্যাণ-অকল্যাণ পরিগ্রহ করে। তাই আল্লাহ তাআলাও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন মানুষের অন্তরে; তার বাহ্যিক কাজেকর্মে নয়। এটাই আল্লাহকে চেনার, তাকে ভালোবাসার, ভয় বা ভরসা করার মূল জায়গা। তাঁর ওপর ভরসা রাখার, তাঁর দিকে ধাবিত হওয়ার, তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি, বিরাগ বা বন্দনারও মৌলিক স্থল এ হৃদয়। আল্লাহর ইবাদত এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সৃষ্টি ও সেনাদলের আনুগত্যও নির্ভর করে মানুষের হৃদিক সুস্থতা-অসুস্থতার ওপর।

মানবদেহের সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গ এই হৃদয়। আল্লাহ তাআলার সত্তা ও বিধান সম্পর্কে জ্ঞানের উৎস মানুষের মন। রবের দিকে ধাবিত হয়, তাঁকে ভালোবাসে এবং ইমান ও আধ্যাত্ম চিন্তা ধারণ করে বান্দার অন্তর্জগৎ। রাসুলদের যে বাণী ও বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, অন্তরই তার প্রকৃত মুখাতাব (সম্বোধিত)। ইমান ও আকলের যে মহামূল্যবান দৌলত ব্যক্তির নসিব হয়, তা-ও অন্তরের প্রাপ্তি হিসেবে নির্দিষ্ট। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিছক তার অনুসারী বা অধীন। অন্তর তাদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে, যেমন নিজের দাসদাসী ও সেবাকর্মীদের ব্যবহার করেন একজন ক্ষমতাধর শাসক। রাখাল যেমন তার পশুদের চরিয়ে বেড়ায়, অন্তরও তেমন শাসন চালায় বান্দার প্রতিটা কোষ-কোষান্তরে। মানবদেহের প্রত্যেকটা অঙ্গ পাপ-পুণ্যে অন্তরের অনুসরণে ব্যাপৃত থাকে। তাদের কায়কারবার অন্তর্চিন্তারই প্রভাব ও প্রকাশক মাত্র। যদি অন্তর অন্ধকার হয়, তবে বাকি দেহও আঁধারে হারায়; যদি অন্তর আলোকিত হয়, তবে অবশিষ্ট অঙ্গগুলোও আলোর উদ্ভাসে ভেসে যায়।

তারপরও সবকিছুর বাইরে বান্দার হৃদয়-অস্থি নিয়ন্ত্রিত হয় রবের একচ্ছত্র আধিপত্যে, যেমন কারও দু আঙুলের মাঝে থাকা বস্তু পরিচালিত হয় তার চিন্তা ও অধিকারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দার হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটান। সেখানে ঢেলে দেন অদৃশ্যের রাযরহস্য। কারও অন্তর্জগতে উদয় ঘটান এমনও অপার্থিব বাস্তবতার, বান্দা ও তার হৃদয়ের মাঝে যা আড়াল হয়ে থাকে। তিনি দীনের

বিধান, জ্ঞান ও আনুগত্যের দিকে প্রবৃত্ত রাখে এমন বোধ ও সম্পদ বান্দার ভেতরে প্রোথিত করেন। তিনি মানবহৃদয়ের মোড় ঘুরিয়ে দেন যেকোনো দিকে; যেভাবে এবং যেদিকে তিনি ইচ্ছে করেন। একান্ত আপন বান্দাদের মনে তিনি এ মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠান যে, তুমি আমার অভিমুখী হও। অমনি সে তড়িঘড়ি প্রস্তুত হয়ে রাব্বুল আলামিনের সামনে অবনত মস্তকে হাজিরা দেয়। আবার কিছু লোকের পুণ্যময় উত্থান রব কামনা করেন না, ফলে তাদেরকে বিভ্রান্তির অবগাহনে মাতাল করে রাখেন। বলেন, 'তোমরা পশ্চাদ্‌গামীদের সঙ্গে পেছনেই পড়ে থাকো।'[৮]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের হৃদয়জগৎ পবিত্র করেন। আমাদেরকে তাঁর দীনে অবিচল রাখেন এবং তাঁর আনুগত্যের কাজে আমাদের ব্যস্ত ও ব্যাপৃত করে নেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সবচেয়ে নিকটতম!

কলব বা হৃদয়ের পরিচয়

মোল্লা আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আভিধানিক অর্থে কলব মানে—কোনো কিছুকে বিপরীতে উলটে ফেলা। যেহেতু মানুষের হৃদয় খুব বেশি পরিবর্তনশীল, সেজন্যই একে "কলব" বলে নাম দেওয়া হয়েছে। আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদিসেও এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব বেশি বলতেন—' يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দীনের ওপর অবিচল রাখো।

একবার আমি বললাম, আপনার এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সব বিষয়ের ওপর আমরা ইমান রাখি, তারপরও কি আপনি আমাদের সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা

[৮] আত-তিবইয়ান ফি আকসামিল কুরআন, ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ, ৪১২–৪১৩ পৃ.।

হাদিস নং : ০১

সাহাবি নুমান ইবনু বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নিজের আঙুলদুটিকে কানের কাছে নিয়ে বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقع في الحرام كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, হালাল সুস্পষ্ট বা প্রকাশিত এবং হারাম সুস্পষ্ট ও প্রকাশিত। উভয়ের মধ্যে অনেক অস্পষ্ট বিষয় আছে, অনেক মানুষই যেগুলো (যেগুলোর সঠিক বিধান) জানে না। কাজেই যে ব্যক্তি অস্পষ্ট বা সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো থেকে আত্মরক্ষা করবে, সে নিজের দীন ও মান-সম্মান ত্রুটিমুক্ত রাখতে পারবে। আর যে ব্যক্তি অস্পষ্ট তথা সন্দেহযুক্ত বিষয়াদির মধ্যে নিপতিত হবে, আদতে সে হারামের মধ্যে নিপতিত হবে। যেমন কোনো রাখাল যদি সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, তবে অচিরেই তার সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা থাকবে। জেনে রাখো! নিশ্চয় প্রত্যেক বাদশাহের সংরক্ষিত ভূমি থাকে, আর আল্লাহর সংরক্ষিত ভূমি তাঁর নিষেধ করে দেওয়া কর্মসমূহ। জেনে রাখো! নিশ্চয় দেহের একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে এমন, যেটি সংশোধিত বা বিশুদ্ধ হয়ে গেলে পুরো দেহই সংশোধিত ও বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সেই মাংসপিণ্ড নষ্ট হয়ে গেলে পুরো দেহই নষ্ট হয়ে যাবে। শোনো! মানুষের দেহে থাকা সেই মাংসপিণ্ডের নাম হৃদয় বা অন্তঃকরণ।’[৪৪]

[৪৪] সহিহুল বুখারি: ৫২; সহিহ মুসলিম: ১৫৯৯; সুনানু আবি দাউদ: ৩৩২৯; সুনানুত তিরমিজি: ১২০৫; সুনানুন নাসায়ি: ৪৪৫৩; সুনানু ইবনি মাজাহ: ৩৯৮৪।

উপরিউক্ত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ 'হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট।' অর্থাৎ নিরেট হারাম বিষয়গুলো নিয়ে ইসলামে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ নেই। তেমনই নিরেট হারাম ব্যাপারগুলোও ইসলামে খুবই স্পষ্ট।

স্পষ্ট হালাল বলতে—পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ফল, ফসল, চতুষ্পদ জন্তু, উত্তম শরাব বা পানীয়, সুতো, উল, পশম বা কাতানে তৈরি প্রয়োজনীয় পোশাক, বিবাহ এবং ক্রয়, উত্তরাধিকার, দান বা গনিমতের সূত্রে পাওয়া দাসী উপপত্নী গ্রহণের মতো বিষয়গুলো বুঝানো হয়েছে।

স্পষ্ট হারাম হিসেবে বুঝানো হচ্ছে—মৃত জন্তুর গোশত, রক্ত বা শূকরের মাংস খাওয়া, মদ পান করা, মাহরাম নারীকে বিয়ে করা, পুরুষের জন্য রেশমের কাপড় পরিধান করা কিংবা হারাম উপায়ে উপার্জন করা। যেমন সুদ, ঘুস এবং হারাম বস্তু বিক্রির অর্থ অথবা অন্যায়ভাবে চুরি, ডাকাতি বা প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া সম্পদ ইত্যাদি।[৪৬]

রাসুল বলেছেন وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ 'এ দুই ব্যতীত কিছু অস্পষ্ট ব্যাপার রয়েছে।' অর্থাৎ এমন কিছু বিষয় আছে, বিবিধ কারণে যার মূল বিধান অস্পষ্ট হয়ে গেছে।[৪৭]

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যে বিধানগুলোকে হালাল বলেছেন, সেগুলো স্পষ্টতই বলেছেন। যেগুলো হারাম হিসেবে অভিহিত করেছেন, সেসবের বিস্তারিত স্পষ্ট বিবরণ জানিয়েছেন। কিন্তু এসব বিধানের কতক এমন, যা তুলনামূলক কম স্পষ্ট। সুতরাং যেগুলো শতভাগ স্পষ্ট, প্রসিদ্ধ এবং দীনের অত্যাবশ্যক বিধান হিসেবে স্বীকৃত—সেগুলোতে সন্দেহ পোষণের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই এবং ইসলাম অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসকারী কারও জন্য এমন বিষয়ে 'অজ্ঞতা'র অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যে বিধানগুলো তুলনামূলক কম স্পষ্ট, সেগুলো প্রধানত দুই প্রকার: এক. যা শরিয়াহ-বিশেষজ্ঞদের ভেতর প্রসিদ্ধ এবং সচরাচর; উলামারা পরস্পর গবেষণার পর সেগুলোর ব্যাপারে হালাল বা হারাম সিদ্ধান্তে একমত হয়েছেন। তারপরও আলিম নয় এমন অনেকের কাছে তা অস্পষ্ট রয়ে গেছে। দুই. এমন বিষয় যা শরিয়াহ-বিশেষজ্ঞদের ভেতরও অস্পষ্ট এবং অপ্রসিদ্ধ রয়ে গেছে। ফলে তারা নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে একমত হতে পারেননি; বরং তা হারাম না হালাল, সে বিষয়ে পরস্পর মতভিন্নতায় লিপ্ত হয়েছেন।[৪৮]

---

[৪৬] জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১/১৯৪।

[৪৭] ফাতহুল বারি: ১/১২৭।

[৪৮] জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১/১৯৬।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ তথা—'সমাজের অনেকেই এসবের মূল বিধান জানে না।'

খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বক্তব্যাংশের অর্থ হলো, এ বিষয়গুলো সমাজের কিছু মানুষের কাছে সন্দেহপূর্ণ মনে হয়। এমন নয় যে, এগুলো সত্তাগতভাবেই অস্পষ্ট এবং শরিয়াহর মৌলিক উসুলে এগুলো নিয়ে বিন্দুমাত্র বয়ান নেই। কেননা আমরা জানি, জরুরি এমন কোনো বিধান নেই যাতে বয়ান বা স্পষ্টতা থাকা প্রয়োজন, আর আল্লাহ তাআলা সেসব যুক্তি ও দলিলের আলোকে স্পষ্ট করে দেননি। যদিও মনে রাখা ভালো যে, বয়ান বা স্পষ্টকরণ ব্যাপারটি দুই ধরনের: এক. খুবই স্পষ্ট, যা সমাজের সবার বুদ্ধি ও বুঝের নাগালে। দুই. তুলনামূলক কম স্পষ্ট বা কিছুটা অস্পষ্ট, যা কেবল আলিম সমাজের লোকেরা বুঝতে পারেন।'

আমাদের এ বক্তব্যের পক্ষে দলিল হতে পারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লিখিত হাদিসাংশ। সেখানে তিনি বললেন, 'সমাজের অনেকেই এসবের মূল বিধান জানে না।' রাসুলের এ কথা থেকে বুঝে আসে, সমাজের কিছু মানুষের কাছে এসব বিষয়ে অস্পষ্টতা একদম নেই। সংখ্যায় অল্প হলেও তারা এগুলোর মূল বিধান জানেন। সুতরাং কিছু মানুষের কাছে স্পষ্ট ব্যাপার কখনো মূলগতভাবে 'মুশতাবিহ' বা অস্পষ্ট হতে পারে না।[৪৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ 'কাজেই যে ব্যক্তি অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দীন ও মান-সম্মান ত্রুটিমুক্ত রাখতে পারবে।' অর্থাৎ যে নিজে বেঁচে থাকবে এবং ধর্মীয় যেকোনো ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিত্যাগ করবে, সে দীনকে শরিয়তের তিরস্কার থেকে এবং নিজের মান-সম্মানকে মানুষের অমূলক সমালোচনা থেকে বাঁচাতে পারবে।[৫০]

ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ধর্ম ও সম্মানকে ত্রুটি এবং বিকৃতি থেকে মুক্ত রাখার বাসনা ব্যক্ত করলেন। সম্মান মানুষের প্রশংসা ও ভর্ৎসনার ক্ষেত্র। যদি উত্তম তরিকায় উল্লেখ করা হয়, তবে তা প্রশংসা; আর যদি মন্দভাবে তুলে ধরা হয়, তবে তা ভর্ৎসনা বা নিন্দা। কখনো এটা ব্যক্তির নিজের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, কখনো তার পূর্বসূরিদের

[৪৯] মাআলিমুস সুনান: ৩/৫৬।

[৫০] শরহুন নববি আলা মুসলিম: ১১/২৮।

সাথে, কখনো পরিবারের সাথে। কাজেই যে ব্যক্তি অস্পষ্ট ও সন্দেহপূর্ণ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকবে, সে নিজের সম্মানকে দোষ ও নিন্দা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। অথচ এসব ব্যাপারে অসচেতন ব্যক্তি জননিন্দা ও দোষত্রুটির শিকার হয়ে পড়বে। এখানে দলিল রয়েছে এ ব্যাপারে যে, কোনো ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ল মানে, সে নিজেকে নিন্দা ও সমালোচনার বস্তু বানিয়ে ফেলল। সালাফদের অনেকের বক্তব্য হলো, যে ব্যক্তি নিজেকে সমালোচনার ক্ষেত্রে পরিণত করে, কেউ তার নিন্দা করলে সে নিন্দককে ভর্ৎসনা করার অধিকার রাখে না।'

সুনানুত তিরমিজি শরিফে এই হাদিসের আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ আছে। সেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لَدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ.

> 'যে ব্যক্তি তাঁর দীন ও মান বাঁচানোর নিমিত্তে সন্দেহপূর্ণ বিষয়াদি পরিত্যাগ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে।'[৫১]

রাসুল যেন বলতে চাইলেন, লোকদেখানোর মতো বাজে কোনো উদ্দেশ্য না রেখে কেবল নিজের দীন ও মানকে ত্রুটি থেকে মুক্ত করার মাকসাদে যদি কেউ অস্পষ্ট বিষয় পরিত্যাগ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে বিকৃতি ও বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করবেন। এখান থেকে জানা গেল, দীনধর্ম বাঁচানোর চেষ্টা করা যেমন প্রশংসনীয়, নিজের মান-সম্মান বাঁচানোর তামান্না থেকে কিছু করাও স্তুতিযোগ্য কাজ।[৫২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقع في الحرام 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হয়, আদতে সে হারামে লিপ্ত হয়ে পড়ে।'

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'রাসুলের এ কথার দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে:

> ১. ব্যাপকহারে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার ফলে হঠাৎ কখনো সে হারামে জড়িয়ে পড়বে। হতে পারে অনিচ্ছাতেই এমনটা ঘটবে এবং সে গুনাহে লিপ্ত হবে। তখন তার সে অপরাধ ত্রুটি বা অবহেলার কারণেই ঘটেছে বলে ধরা হবে।

[৫১] সুনানুত তিরমিজি: ১২০৫।
[৫২] জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১/২০৩।

২. অস্পষ্ট বিষয়াদিতে অসতর্কতাবশত লিপ্ত হলে সে অবহেলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। এভাবে বারবার ঘটতে ঘটতে ছোট অস্পষ্টতা থেকে সে আরও গুরুতর কিছুতে জড়িয়ে যাবে। এভাবে চলতে চলতে সে হারামে লিপ্ত হবে। এমনকি সেটা ইচ্ছাকৃতভাবেও ঘটতে পারে। যেমনটা সালাফদের অনেকে বলেছেন যে, المَعاصِي بَرِيدُ الكفرِ তথা গুনাহ কুফরের ডাকবাহক। অর্থাৎ গুনাহ ধীরে ধীরে মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সব রকম অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন!'[৫৩]

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে তোলেন। তিনি বলেন,

كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ.

'যেমন কোনো রাখাল যদি সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, তবে অচিরেই তার সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা থাকবে। জেনে রাখো! নিশ্চয় প্রত্যেক বাদশাহের সংরক্ষিত ভূমি থাকে, আর আল্লাহর সংরক্ষিত ভূমি তাঁর নিষেধ করে দেওয়া কর্মসমূহ।'

চমৎকার এ দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তির বাস্তবতা স্পষ্ট করলেন, যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হয় এবং হারামে জড়িয়ে পড়ার দ্বারপ্রান্তে চলে যায়। এই হাদিসের অপর বর্ণনায় সরাসরি উল্লেখ আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَأَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلًا.

'আমি তোমাদের একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাই।'[৫৪]

তারপর তিনি ওপরের কথাগুলো উল্লেখ করেন। এখানে রাসুল হারাম বিষয়গুলোকে বাদশাহদের টেনে দেওয়া সীমারেখার সাথে তুলনা করলেন, অন্যদের জন্য যার ধারেকাছে যাওয়ার অনুমতি নেই।

[৫৩] শরহুন নববি আলা মুসলিম: ১১/২৯।

[৫৪] শরহু মুশকিলিল আসার, ইমাম তহাবি রাহিমাহুল্লাহ: ৭৩৯।

আল্লাহ তাআলাও তেমনই এ বিষয়গুলোকে সীমারেখা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং বান্দাদেরকে এসবের ধারেকাছে যেতেও নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি এ হারাম বিষয়গুলোকে 'হুদুদ' বলে নামকরণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেছেন:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

'রোজার রাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে নির্দ্বিধায় সহবাস করতে পারো। তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ তাআলার জানা ছিল যে, তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করেছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন এবং তোমাদের ত্রুটি ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস করো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা-কিছু লিখে রেখেছেন তা সন্ধান করো। আর যতক্ষণ না ভোরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে পৃথক হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খাও এবং পান করো। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করো। আর তাদের সাথে (স্ত্রীদের সাথে) সহবাস কোরো না, যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত থাকো। এসব আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা, সুতরাং তোমরা এগুলো লঙ্ঘন কোরো না। এভাবেই আল্লাহ মানুষের সামনে স্বীয় নিদর্শনাবলি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।'[৫৫]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট জানালেন যে, তিনি বান্দাদের জন্য কী হালাল এবং কী হারাম করেছেন, সেটার সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং বান্দাদের হারামের কাছে যাওয়া বা হালালের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা উচিত হবে না। একইভাবে তিনি সুরা আল-বাকারার আরেকটি আয়াতে ইরশাদ করেন:

[৫৫] সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭।

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

‘তালাক (বেশির বেশি) দুবার হওয়া চাই। অতঃপর (স্বামীর জন্য দুটি পথই খোলা আছে) হয়তো নীতিসম্মতভাবে (স্ত্রীকে) রেখে দেবে (অর্থাৎ তালাক প্রত্যাহার করে নেবে), অথবা উৎকৃষ্ট পন্থায় তাকে ছেড়ে দেবে। (অর্থাৎ প্রত্যাহার না করে, বরং ইদ্দত শেষ করতে দেবে।) আর (হে স্বামীগণ!) তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীগণকে) যা-কিছু দিয়েছ, তালাকের বদলে তা ফেরত নেওয়া তোমাদের পক্ষে হালাল নয়। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কাবোধ করে যে, তারা (বিবাহ বহাল রাখা অবস্থায়) আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা কায়েম রাখতে সক্ষম হবে না—তবে ভিন্ন কথা। সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা করো, তারা আল্লাহর সীমা প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারবে না, তবে তাদের জন্য এতে কোনো গুনাহ সেই যে, স্ত্রী মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবে। এটা আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা, সুতরাং তোমরা এটা লঙ্ঘন কোরো না। যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে, তারা বড়ই জালিম।’[৫৬]

পাশাপাশি সীমারেখার প্রতিরক্ষায় থাকা ব্যক্তির ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, তার জন্য হারামে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি শঙ্কাজনক। তাই যে ব্যক্তি হালালের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে এবং সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হয়, সে হারামের একদম কাছাকাছি চলে যায়। সুতরাং সে যদি স্পষ্ট হারামের সংস্পর্শে যায় এবং তাতে লিপ্ত হয়, সেখানে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এখানে এ ব্যাপারেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, হারাম বিষয় থেকে বান্দার উচিত সবসময় দূরত্ব বজায় রেখে চলা। নিজের ও হারামের মাঝে কোনো-না-কোনো দেয়াল তুলে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।[৫৭]

[৫৬] সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২৯।

[৫৭] জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১/২০৭–২০৮।

মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ মাংসপিণ্ড

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً ‘জেনে রাখো, মানবদেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে।’-এর ব্যাখ্যা:

মুদ্বগা (مضغة) শব্দের অর্থ: মুখে তুলে চিবানো যায় গোশতের এমন টুকরো।[৫৮]

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ভাষাবিদরা বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মানবদেহের বাকি অঙ্গের তুলনায় কলবের ক্ষুদ্রতা বোঝানো; যদিও দেহের সুস্থতা-অসুস্থতা এবং পাপ-পুণ্য কলবের প্রকৃত অবস্থার অনুগামী হয়ে থাকে।’[৫৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে উদ্দেশ্য করে বলেন, إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ‘দেহের এ অঙ্গ সংশোধিত বা বিশুদ্ধ হয়ে গেলে পুরো দেহই সংশোধিত ও বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সেই মাংসপিণ্ড নষ্ট হয়ে গেলে পুরো দেহই নষ্ট হয়ে যাবে। শোনো! মানুষের দেহে থাকা সেই মাংসপিণ্ডের নাম হৃদয় বা অন্তঃকরণ।’-এর ব্যাখ্যা:

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ভাষাবিদ আলিমদের মতে, صلَح ও فسَد শব্দদুটি মধ্যবর্তী অক্ষরে যবরযোগে আসবে এবং এটাই শুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ।’[৬০]

এই হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইঙ্গিত দিলেন যে, বান্দার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুণ্যতা, হারাম থেকে বাঁচতে পারা এবং সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি পরিত্যাগ করার বিষয়টি তার কলবের ভূমিকার সাথে জড়িত। যদি তার কলব সুস্থ হয়, সেখানে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রেমিকদের মহব্বত, আল্লাহর ভয় এবং তাঁর নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার ভীতি ব্যতীত অন্য কিছু না থাকে, তাহলে তার দেহের বাকি অঙ্গগুলোও সুস্থ ও নিরাপদ হয়ে যাবে। ফলে সে যাবতীয় হারাম থেকে সহজেই বিরত থাকতে পারবে। হারামে জড়িয়ে পড়ার ভয় থেকে সে অস্পষ্ট ও সন্দেহপূর্ণ বিষয়াদিও এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করবে।

কিন্তু যদি কলব নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বান্দার ওপর তার কুপ্রবৃত্তি প্রভাব বিস্তার করে এবং সে কেবল নফসের স্বার্থ খুঁজে বেড়ায়। নিজের কামনা পূর্ণ করতে গিয়ে আল্লাহর অবাধ্য হতে হলেও সে ভ্রুক্ষেপ করে না। কলব সুস্থতা হারালে বান্দার

[৫৮] আন-নিহায়া: ৪/৩৩৯।
[৫৯] শরহুন নববি আলা মুসলিম ১১/২৯।
[৬০] শরহুন নববি আলা মুসলিম ১১/২৮।

বাকি অঙ্গগুলোও অসুস্থ হয়ে যায়। দ্রুত সেগুলো গুনাহের দিকে অগ্রসর হয় এবং প্রবৃত্তির অনুগামিতায় অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। এজন্যই পুণ্যবানদের সমাজে প্রচলিত এক বক্তব্য হলো—অন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্রাট, বাকি অঙ্গ তার কমান্ডে পরিচালিত সৈন্যসদৃশ। এরা সেনাপতির প্রতি অনুরাগী এবং সর্বাংশে অনুগত। তার আদেশপালনে সিদ্ধ ও নিয়মিত। কিছুতেই এই সেনারা সম্রাটের বিপরীত করে না। সুতরাং সম্রাট যদি সুস্থ ও নেক হয়, তাহলে তার সৈন্যরাও পুণ্যের দিকে এগোবে। আর যদি সম্রাট অন্যায় মানসিকতা লালন করে, তাহলে সেনারাও সমানুপাতে দুষ্ট ও বিভ্রান্ত হবে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলার দরবারে যেদিন উপস্থিত হব, সুস্থ অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি ছাড়া সেখানে কোনো উপকার লাভ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

> ‘যে-দিন কোনো অর্থ-সম্পদ কাজে আসবে না এবং সন্তানসন্ততিও না। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ মন নিয়ে (সে মুক্তি পাবে)।’[৬১]

কলবে সালিম, সুস্থ মন বা বিশুদ্ধ অন্তর সেটাই—যা অন্যায় ও আপদ থেকে নিরাপদ হয়; যে হৃদয়ে আল্লাহর মুহাব্বত, রবের পছন্দনীয় কর্মের স্পৃহা, আল্লাহর ভয় এবং তাঁর নিষিদ্ধ করে দেওয়া কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকার বাসনা বিদ্যমান থাকে।[৬২]

কলব সুস্থ হলেই কেবল ব্যক্তির বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্থ ও সঠিক থাকে। আর অন্তর সঠিক আছে বুঝতে হবে তখনই, যখন সেখানে আল্লাহর ভয়, তাঁর আনুগত্যের প্রেম এবং তাঁর অবাধ্যতার নাপছন্দি বিদ্যমান থাকবে।

সুতরাং যে অন্তরে কলবে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর প্রেম, বড়ত্ব, ভয় ও প্রত্যাশা না থাকবে; যে কলব আল্লাহর ওপর ভরসায় তৃপ্ত ও সজীব না হবে—সে কলব কখনো সুস্থ ও সঠিক হতে পারে না। এটাই তাওহিদ বা একত্ববাদের মূলকথা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমার মাধ্যমে এই বিশ্বাসই মানবমনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। অতএব কারও কলব ততক্ষণ সুস্থ নয়, যতক্ষণ সেখানে এমন কোনো ইলাহ বাস না করবেন, যাকে সে ভালোবাসে, চেনে এবং ভয় করে। যে হৃদয়ে লা-শরিক এক আল্লাহ বাস করেন না, সে হৃদয় সুস্থ নয় কিছুতেই। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, আসমান

[৬১] সুরা আশ-শুআরা: ৮৮–৮৯।

[৬২] জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১/২১১।

ও জমিনে যদি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ থাকত, তাহলে আসমান-জমিনের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন:

وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ.

‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারাই আছে, সকলেই আল্লাহর। আর যারা (অর্থাৎ যেসকল ফেরেশতা) তাঁর কাছে আছে, তারা অহংকারবশত তাঁর ইবাদত থেকে বিমুখ হয় না এবং তারা ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা রাত-দিন তাঁর তাসবিহতে মগ্ন থাকে; কখনও অবসন্ন হয় না। তবে কি তারা জমিন থেকে এমন মাবুদ বানিয়েছে, যারা নতুন জীবন দিতে পারে? যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।’[৬৩]

এখান থেকে বুঝে আসে, ঊর্ধ্ব ও নিম্নজগৎ তথা আসমান ও জমিনের অধিবাসীদের জন্য আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া কল্যাণ নেই। আর নিজেদের কর্মকাণ্ড পুণ্যময় করতে হলে অন্তরের শুদ্ধি ব্যতীত বিকল্প নেই। যদি অন্তরের চিন্তা ও ইরাদা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত হয়, তাহলে অন্তরও শুদ্ধ হবে, শুদ্ধ হবে বাকি দেহের পুরোটা। বিপরীতে যদি অন্তরের ফিকির ও ইরাদা আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুতে নিবদ্ধ থাকে, তাহলে সে অন্তর নষ্ট হবে, ধ্বংস হবে বাকি দেহের কর্ম ও সঞ্চালন।[৬৪]

মামার ইবনু রাশিদ রাহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত গ্রন্থ *জামে মামার ইবনু রাশিদ*-এ আবুন নাজুদ ও আবু সালিহের সূত্রে সাহাবি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

القَلْبُ مَلِكٌ ولَهُ جُنُودٌ، فَإذا صَلُحَ المَلِكُ صَلُحَتْ جُنودُهُ، وإذا فَسَدَ المَلِكُ فَسَدَتْ جُنودُهُ، الأُذُنانِ قَمْعٌ، والعَيْنانِ مَسْلَحَةٌ، واللِّسانُ تَرْجُمانٌ،

[৬৩] সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১৯–২২।

[৬৪] জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১/২১০–২১২ (সংক্ষেপিত)।

واليَدانِ جَناحانِ، والرِّجْلانِ بَرِيدانِ، والكَبِدُ رَحْمَةٌ، والطِّحالُ والكُلْيَتانِ مَكْرٌ، والرِّئَةُ نَفَسٌ، فَإذا صَلُحَ المَلِكُ صَلُحَتْ جُنودُهُ، وإذا فَسَدَ المَلِكُ فَسَدَتْ جُنودُهُ.

‘অন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্রাট, বাকি অঙ্গ তার কমান্ডে পরিচালিত সৈন্যসদৃশ। সুতরাং সম্রাট যদি সুস্থ ও নেক হয়, তাহলে তার সৈন্যরাও পুণ্যের দিকে এগোবে। আর যদি সম্রাট অন্যায় মানসিকতা লালন করে, তাহলে সেনারাও সমানুপাতে দুষ্ট ও বিভ্রান্ত হবে। কানদুটো কামান, চোখ অস্ত্র, জিহ্বা দেহের তরজুমান; হাতদুটো পাখা, পা ডাকবাহক, কলিজা রহমত, কিডনি ও প্লিহা চক্রান্ত এবং ফুসফুস হলো শ্বাসপ্রশ্বাস। অতএব কলব তথা সম্রাট যদি সুস্থ ও নেক হয়, তাহলে তার সৈন্যরাও পুণ্যের দিকে এগোবে। আর যদি সম্রাট অন্যায় মানসিকতা লালন করে, তাহলে সেনারাও সমানুপাতে দুষ্ট ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে।’[৬৫]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘জবানি বক্তব্যের মূল হলো কলবের বিশ্বাস। অঙ্গের আমল নির্ভর করে কলবের আমলে। কলব শরীরের বাদশাহ; কলবের বাস্তবতা সম্পর্কে যে যত বেশি জানে, সে দেহের ব্যাপারেও উত্তম খবর রাখে। তেমনই সে কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানেও হয় শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম।’[৬৬]

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘কলব মানবদেহের এমন অঙ্গ, যে পুরো দেহকে নিজের কাজে ব্যবহার করে। দেহ তার নিতান্ত অনুগত, বাধ্য ও সেবকশ্রেণির কর্মচারী। কলবই দেহের সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গ এবং মানবজীবনের মৌলিক স্থিতি তাকে ঘিরেই নির্মিত হয়। জৈবিক মনোবৃত্তি ও প্রাকৃতিক উত্তেজনার মূলে আদতে কলবই। বুদ্ধি, জ্ঞান, সহনশীলতা, বীরত্ব, অনুগ্রহ, সবর, দায়িত্ববুঝ, প্রেম, ইরাদা, সন্তোষ বা অসন্তোষের মতো পূর্ণতার যাবতীয় গুণ কলবকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল অঙ্গের মূলে মানুষের অন্তর। পুরো দেহ কলব বা অন্তরের সেনাবাহিনীর মতো। চোখ যে বাহিনীর অগ্রসেনানী ও প্রধান পরিচালক, যার সামনে জাগতিক বিষয়াদি উদ্ভাসিত হয়। সে যখন কিছু দেখে, তখন বাকি দেহকে সেদিকে পরিচালিত করে। দেহের বাকি অঙ্গের সাথে তার ওতপ্রোত সম্পর্কের দরুন যখন সে কিছুতে স্থির হয়, তখন সেখানে দেহের ভূমিকা প্রকাশিত হয়। সে যেন আয়নার সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আয়নার

[৬৫] জামে মামার ইবনু রাশিদ: ২০৩৭৫; শুআবুল ইমান, ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ: ১০৮।
[৬৬] মাজমুউল ফাতাওয়া: ১৩/২৩৪।